প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

1 September,2022
USPS No: 020877
ISN: 1542 5657

১৫ ভাদ্র, ১৪২৯

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায়: বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

বঙ্গ সম্মেলনের খবর

NABC 2023:

Organized By: KPC Bengali Hall of Fame
President: Parthasarathi Mukhopadhyay
June 30, July 1 &2 , 2023
Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ

NABC 2024:

Organized By: Bengali Association of Greater Chicago,
Chairperson: Indranil Roychaudhury
July 4, 5 &6 , 2024
Renaissance Convention Center, Schaumburg, IL

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের পিকনিক

দিলীপ চক্রবর্তী , নিউ জার্সি

গত দুবছর সি এ বির পিকনিক কোভিড মহামারির জন্য বন্ধ ছিল। সি এ বির সভ্যগণ পিকনিক করতে পারেনি, বার্ষিক দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল, অবশ্য ফোনে কথা হ'ত। Covid Lockdown শেষ হতেই পিকনিকের সময় চলে আসল। CABর প্রেসিডেন্ট শ্রী চিত্ত সাহাএবং পিকনিক কমিটির দুই সদস্য শ্রীমতী সুস্মিতা সরকার ও শ্রীমতী স্নিগ্ধা চক্রবর্তী পিকনিকের ব্যবস্থা করার জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পিকনিকের স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। প্রতিবছরই পিকনিকের স্থান নিয়ে কিছু Cab সভ্যদের মধ্যে মতান্তর হয়ে থাকে। এবারও তার অন্যথা হল না, কেউ বলেন নিউ ইয়র্ক, আবার কারো তারকা নিউ জার্সি বেশী পছন্দ। পরে দেখা গেল পার্কে স্থান সংরক্ষনের আবেদন করার দিন পার হয়ে গেছে, যাহোক, অবশেষে নিউ জার্সির প্যালিস্যাডস পার্কের Alpine Groveএ একটি স্থান পাওয়া গেল। এটি শুধনিউ জার্সির Alpine শহরে Hudson River সংলগ্ন একটি অতি সুন্দর পার্ক, এক দিকে সুন্দরী তরুণীর ন্যায় বক্ষ দুলিয়ে হয়ে হাডসন বয়ে চলেছে, আর এক দিকে একটি ছোট্ট পাহাড় অতি সযত্নে এ লাস্যময়ী তরুণীকে নিজের বুকে আগলে রেখেছে। আর উপরে গভীর নীলাকাশ ছত্রছায়া হয়ে সকল বিপদের আশংকা থেকে এ Alpine Grove নামক সুন্দরী যুবতীকে সুরক্ষা দিয়ে সকল লোলুপ কামনা বাসনার উর্দ্ধে রেখে দিয়েছে, অতি সযত্নে নিজের কোলে আশ্রয় দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত তরুণীটিকে আশ্বস্ত করেছে। হাডসনের বুকে সাদা ইয়াটগুলি দেখে মনে হচ্ছিল একদল সাদা রাজহাঁস সাঁতার কাটছে। নদীর এপারে হচ্ছিল CABর পিকনিক, আর নদীর ওপারে উদ্ধত মস্তক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে Yonkers শহরের সুবৃহৎ নির্ভীক অট্টালিকাগুলি। শীত, গ্রীষ্ম বা বসন্ত যে ঋতুই আসুক না কেন, এদের কোন পরিবর্তন হয় না, তবে কন কনে শীত আর বরফে ঢাকা দিনগুলিতে ওদের দেখলে মনে হয় ওরা যেন বরফের চাদরে শুয়ে থাকা মরা মাছের চোখের মত, নিঃস্তব্ধ আর স্থবির। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা, বসন্ত আর গ্রীষ্মের বুকভরা উষ্ণতার জন্য। এ শহরটি New York Stateএ অবস্থিত।

আর Hudson River দক্ষিন তীরের Alpine Groveএ দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে দেখতে পাবেন সাপের মত এঁকে বেঁকে যাতায়াত করছে New York Port Authorityর Metro Railগুলি। শীত, গ্রীষ্ম বা বসন্ত যে ঋতুই আসুক না কেন, Hudson River এর Alpine Grove পার্কে দাঁড়িয়ে যে কোন প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ এ পার্কটির প্রেমে পরে যাবে। এমনই একটি পার্কে CABর picnic হয়ছে গেল গত ২১শে আগস্ট।

অন্যান্য বছরের মত এবছরও শ্রী চিত্ত সাহা সকলের আগে পার্কে এসে গেছেন। মনে হয় তখন বাজে সকাল দশটা। তার একটু পরেই এসে গেল দুই উদ্যোক্তা শ্রীমতী সুস্মিতা আর শ্রীমতী স্নিগ্ধা, সাথে অবশ্যই পিকনিকের জন্য আনা অনেক জিনিস। মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রতি সহজাত একটা প্রবনতা থাকে। ওরা এসেই পার্কে বসার নগ্ন টেবিল চেয়ারগুলিকে সুন্দর কাগজের টেবিলক্লথ দিয়ে সাজিয়ে দিল। আর তখনই শুরু হয়ে গেল পিকনিকের কাজ। চিত্ত এর মধ্যেই ঝুলিয়ে দিয়েছে CABর ব্যানার ও ভারতের জাতীয় পতাকা। একে তারকা সকলেই আসতে শুরু করেছে, এর মধ্যেই সকালের প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মেনুতে আছে, চা, কফি, সিঙ্গাড়া, ডোনাট, ডিম, কলা ইত্যাদি, আর সাথে আছে কাঁচা লঙ্কা আর সরষের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি ও চানাচুর। এভাবেই শুরু হল পিকনিক। বেলা বারোটার মধ্যে সকলেই এসে গেছে। জলখাবার খেয়ে সকলেই শুরু করে দিল গল্পের আড্ডা। দুবছ্র ঘরে বন্দী থেকে সকলেই যেন বাঁধভাঙ্গা জলের মত

এর পরে ২ পাতায়

কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ, টেক্সাসের হিউস্টন

কান্না

কান্না হল পাখির মত,
কখন আসে, কখন যায়।
বুকের ঘরে যে সুখ থাকে
তারই সঙ্গে সই পাতায়।

কান্না হল ফুলের মত,
অল্পতেই মূর্ছা যায়।
নয়ন ভ'রে সাগর জলে-
সুখের বালি ছড়িয়ে যায়।

দুঃখ সুখের ছন্দে গাঁথা-
এই জীবনের মুক্তোমালা-
তোমার চোখের ভাষায় এ মন
এ সব-কিছু দেখতে পায়।

কান্না তোমার চোখের মত,
যখনই সুখ হারিয়ে যায়-
দুরের থেকে অলীক প্রেমে
আমার বুকে হাত বুলায়।

আছে অন্তরে

একটি প্রার্থনার মত মন
একটি ফুলের পেলব
একটি আলোর রেণু-
চূর্ণ, চরাচরময়...

জীবনের এই স্বপ্ন ভেঙে যায়

মৃন্ময়ী রূপের ঘ্রাণ
শতভিষা আঙ্গিনায়
তবুও ছড়ায় কান্না
ভোরের অলীক পইঠায়।

যেন সন্ধ্যা আসে নি কখনো
যেন প্রেম, আজও দুয়ারে।

কবি পরিচিতি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষনায় রত উদ্দালক অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, টেকটাচটক, বাংলাLive, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

প্রথম পাতার পর

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের পিকনিক

উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পরছে চতুর্দিকে। কেউ নাম টেবিলে বসে গেল গল্পের পসরা নিয়ে, মহিলাদের কেউ বা গেল হাঁটতে, আর কয়েকজন বসে গেল নদীর তীরে রাখা বেঞ্চগুলিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পেলাম ওদের সকলের হাসি,গুঞ্জন আর খিল খিলের কলতান। প্রতি বছর গানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে কিন্তু এ বছর গানের ব্যবস্থা ছিল না। হয় তো তাড়াহুড়োতে কারও মনে ছিল না। দুপুরের মেনু ছিল, দুরকম স্যালাড, বারবিকিউড চিকেন, হটডগ, ভেজিবার্গার আর চিকেন বার্গার। পানীয় ছিল, জল,কোক ইত্যাদি । দুপুরের লাঞ্চ তৈরীতে সাহায্য করেছে দেবল, ইন্দ্রাশিস,পার্থ, রথীন, দেবেশ, শিব প্রভৃতিরা, এরা সকলেই প্রতিবছরই পিকনিকের রান্নার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। আরও একটি মজার কথা, বারবিকিউ চিকেনএর ম্যারিনেশন ইত্যাদি সবকিছুই করে আমাদের সকলের প্রিয় দেবল, অথচ দেবল নিজে নিরামিষাশী। ভেবে অবাক হই একজন নিরামিষাশী কি করে এত সুস্বাদু চিকেন বারবিকিউ করে, এরকমই হচ্ছে আমাদের দেবল। CABর পিকনিকে নৈশভোজের ব্যবস্থাও থাকে । এবছর মেনু ছিল দু তিন রকমের নিরামিষ তরকারি, ডাল, খাসির মাংস, চাটনি, পাঁপড় আর স্নিগ্ধার হাতে বানানো রসগোল্লা। সুস্মিতা ও স্নিগ্ধার তত্বাবধানেই ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাথে অবশ্য ছিল অরুন্ধতী, সুদীপ্তা, নীলাঞ্জনা, আরিতিদি, শিমলি, সুপর্ণা, সুপ্রিয়া, সোনালীরা সকলে। মাংস গরমের দায়িত্ব ছিল সকলের প্রিয় চিত্তদার। পার্থ আ র ইন্দ্রাশিস গরম পাঁপড় ভেজে সকলকে খাইয়েছে। CAB পিকনিকে সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করে থাকে। খাওয়া দাওয়ার পরে পিকনিকের টেবিল ও সংলগ্ন মাটিতে পরে থাকা আবর্জনা খুব সুন্দরভাবেই সকলে মিলে পরিস্কার করে ঝকঝকে করে দিল । দিনের শেষে সকলেই ক্লান্ত, পিকনিকের শেষে মিলনের মধুর স্মৃতি নিয়ে এবার ঘরে ফেরার পালা । শুভেচ্ছা বিনিময় করে আস্তে সোনার সকলেই নিজের সোনার পথে রওয়ানা দিল। এভাবেই শেষ হল ২০২২ এর পিকনিক।

৩ পাতায় ছবি দেখুন

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের পিকনিক,

ATLANTIC CITYতে বাঙালিরা ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন

দিলীপ চক্রবর্তী , নিউ জার্সি

১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এ দিনটি প্রতিটি ভারতীয়র কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পবিত্র। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ভারতীয়গণ আজ পৃথিবীর ভিভিন্ন প্রান্তে বানিয়েছে নিজেদের আস্তানা। যদিও আবাসনের দেশটিকেই নিজের দেশ বলেই মনে করেন বেশীরভাগ মানুষ, তবুও ভারতের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসার কখনও খামতি হয় না এসব অনাবাসী ভারতীয়দের হৃদয়ে। তাই প্রতি বছর তারা ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করে এবং নান রকম উৎসবে মেতে উঠে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্কের কিছু ভারতীয় মিলে আটলান্টিক সিটিতে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করেন বিখ্যাত জিম হোয়েলান বোর্ড ওয়াক হলে। বিকেল দুটোর সময়ে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সকলের প্রিয় শ্রী প্রবীর রায়। সৌজন্য সূচকভাবে আমেরিকার জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করা হয়। অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শিশু শিল্পীদের নিয়ে পতাকাটিকে নৃত্যসহকারে হলের দুই প্রান্তে নিয়ে ঘোরানো হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় উপস্থিত সকলেই স্বঃপ্রণোদিত হয়ে "জনগণ মন**" গানে নিজেদের সুর মিলিয়ে দেন। এ উচ্ছ্বাস, আবেগ আর দেশের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ সকল দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। পরে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন সি এ বির এমিরেটাস চেয়ারম্যান শ্রী প্রবীর রায়, সি এ বির প্রাক্তন সভাপতি শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী এবং বর্তমান সভাপতি শ্রী চিত্ত সাহা। এবং বক্তব্য রাখেন ২০২৩ এর KPC BHOF এর "বঙ্গ সম্মেনের" কর্ণধার শ্রী পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়। তিনি ২০২৩ এর বঙ্গ সম্মেলনের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তারপরে শুরু হয়ে যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশন উপস্থিত শতাধিক দর্শকের মন জয় করে নেয়। এক কথায় শ্রী পার্থ ও শ্রীমতী অনিন্দিতার পরিচালনায় একটি সুন্দর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়।

সকলেই ভারতীয় জাতীয় পতাকার তিনটি রঙ এবং একটি চক্র। রঙ তিনটি হল, গেরুয়া, সাদা এবং গার সবুজ। এ রঙ তিনটি এবং চক্রটির তাৎপর্য সকলের কাছেই জানা, তবুও অধিকন্তু ন দোষায়, তাই আবার জানাচ্ছি - "পতাকাটির উপরে অবস্থিত গেরুয়া রং ত্যাগ ও ধৈর্য্যের প্রতীক। নীচের গাঢ় সবুজ রঙটি নির্ভীকতা, কর্ম শক্তি ও জীবন বোধের প্রতীক। এবং মাঝের সাদা রংটি শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক। পতাকাটির মাঝে অবস্হিত চক্রটি হল উন্নতি ও প্রগতির প্রতীক।"

"মধুরেণ সমাপয়েৎ" বলে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, আর সেটাই করে দেখালেন স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রী বিজয় সাহা। তাঁর সৌজনে পরিবেশন করা হল অতি সুস্বাদু বৈকালিক জলখাবার। অবশেষে সি এ বির সহ-সভাপতি শ্রী তাপস সান্যাল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এভাবেই শেষ হয় স্বাধীনতা দিবসের উৎসব।

PRE PROGRAM EVENTS

Celebrated 75 years of Indian Independence on 14th August 2022 at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ.

ATLANTIC CITYতে বাঙালিরা ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন

সহজপাঠের দেশ

সৌমি জানা , নিউ জার্সি

নতুন দীঘির ঘন কালো জলে তেঁতুল পাতার ছায়া নড়তে দেখে ওখানেই প্রথম
গা শিরশির করেছিল শহুরে বালিকাটির
গোয়ালঘরের তদারকি করতে আসা সদ্য গোঁফ ওঠা গয়লাপাড়ার অচেনা কিশোর
সেদিন ওখানেই জুগিয়েছিল সাহস
সর্ষে ক্ষেতের আল ধরে হেঁটে যাওয়া কয়েকদিনের অন্যরকম সুখ ,
হাওয়ায় দোলা দিগন্ত বিস্তীর্ণ হলুদের উগ্রতা বুকে ভরে
প্যাঁকাটির জ্বালের ধূমায়িত আঁচে লোহার কড়াইয়ে মোটা সর পরা উতলান দুধ
স্বাদে গন্ধে ফেনায় ধরা দিত কয়েকদিনের ভিন্ন শৈশব

লম্বা দাওয়ার একেবারে শেষ প্রান্তে শাল সুপুরির মিঠে ছায়ায় ক্রমাগত হাত নড়ত
বালির খোলায় মুড়ি ভেজে চলা একমুখ ঘোমটার ,সেই অবগুণ্ঠনবতীর নিজস্ব পরিচয়
তৈরি হয়নি কোনোদিনই হয়তো , অমুকের মা তমুকের বধূ এসব হয়েই বেঁচে থাকা
হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ধান রুয়ে ,মাটির উঠোন নিকিয়ে ,আর কোলে কাঁখে শিশু বয়ে
খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায় ওদের জীবন যৌবন ,তবু পরনে পলাশ চাঁপায় চোবানো
ছাপা শাড়ী , সিঁথিতে শিমূলরাগ আর শীর্ণ মুখে লাজুক হাসি পাড়াগেঁয়ে নারী

উঠোনের সামনের পেয়ারা গাছটা ফলের ভারে নুয়ে থাকতো ঋতু জুড়ে
খসখসে পেয়ারা পাতার ডাঁসা গন্ধে সজাগ রইতো রোদপোহান অলস দুপুর
এক ঢিলে খসাতে পারে কে কটা ফল সেই চলত খুনসুটি কচিকাঁচা ভাইবোনেদের
পিসতুতো, জাঠতুতো , পাড়াতুতো -এক পেয়ারায় পাঁচজনে ভাগ বসানো সরল শৈশব
দেখেছিলাম ওখানেই ধানের আস্ত একটা ঘর , সোনালী উজ্জ্বল ঠাসবুনোটের মরাই
মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালের গন্ধ মেশানো ফোটানো ভাতের খিদে আজও বয়ে বেড়াই

সূয্যি ডুবলে তুলসী তলায় সন্ধ্যাদীপ শঙ্খধ্বনি আর দূর থেকে ভেসে আসা
আজানের স্বর মিলেমিশে শুরু হত আশ্চর্য আলোআঁধারির খেলা
আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে যেত হারিকেনের দপদপে আলোয় তাসের আড্ডা
খেতখামারে সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে ঘরে ফেরা মানুষগুলোর জমায়েত
সঙ্গে একথালা মুড়ি আর শুখনো লঙ্কা পেঁয়াজ ভাজা
তার ঠিক কিছু পরেই চোখ খুলত চিলেকোঠায় ঘরবাঁধা
ধবধবে সাদা লক্ষীপেঁচাটি,রাতভোর চলত ওর সংসারে কলকাকলি
চিলেকোঠার ফড়ফড়ানি শব্দে নাকি রাতে বারবার ঘুম ভাঙতো বড়মার
তবু ওদের তাড়ানোর কথা উঠলেই ঝিনি বলতেন থাক না , ওরাও তো এবাড়িরই একজন !

সদ্য জমি থেকে তোলা শাকসব্জি , গাছ থেকে পারা ফলমূল
পুকুরে জাল ফেলে ওঠানো মাছ , বনের মধু সবই যেন বড় মায়া
সহজ পাঠের পাতা থেকে সত্যি হয়ে যাওয়া দিনকয়েকের স্বপ্ন
সহজ , সরল ,ভীষণভাবে অকৃত্তিম আর মাটির খুব কাছাকাছি
এ আমার গ্রামের বাড়ি , বাপ ঠাকুরদার ভিটে
আমার পালকি চড়া , নৌকো বাওয়ার দেশ
শহর ছেড়ে যেখানে যেতাম কয়েকদিনের বাৎসরিক ছুটি কাটাতে
তবু 'দেশ কোথায়' প্রশ্নে আজও এই ছবি মনে ভাসে ৷
আজ সেই গ্রামের বাড়ি বড় শান্ত , বড় নিঃসঙ্গ
পালা পার্বনেও সেখানে যাওয়ার সময় হয়না বাড়ির মানুষগুলির
ঝড়ঝাপটা আর অবহেলায় ক্ষয়িষ্ণু তার কাঠামো
ডালপালাহীন পাতাঝরা পেয়ারা গাছটা প্রহর গুণছে শেষবেলার
মনে মনে ভাবি,কোনোদিন করবে কি ক্ষমা গ্রামের বাড়ি
আমার সব অবজ্ঞার ? যত্নে গাঁথা মায়াগুলো টেনে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলার ?

সৌমি জানা

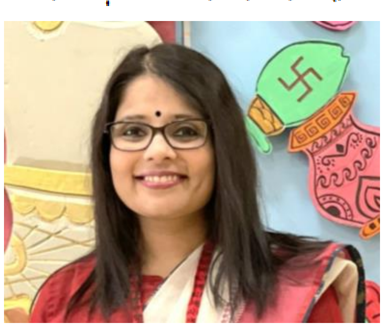

সৌমি কবিতা ও গল্প দুটিই লেখেন।তার লেখা সাম্প্রতিক কালে আনন্দলিপি , কিশলয় , পরবাস , প্রবাস বন্ধু, সংবাদ বিচিত্রা ,রুট ৬৬, অঞ্জলি , গল্প কুটির , কল্লোল ইত্যাদি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।লেখালিখি ছাড়াও বাচিক শিল্প ও নাটকের চর্চা করেন। বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নিয়মিত। ছোটদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বিশেষ ভালোবাসেন। সৌমির পরিচালনায় ছোটদের নাটক 'রতনগড়ের রতনজোড় ', ' লক্ষণের শক্তিশেল ', 'পদিপিসির বর্মিবাক্স ' ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন , ২০২১ এ প্রদর্শিত ' সৃজনে সৃজিত ' অনুষ্ঠানে সৌমির আবৃত্তি ও ভাষ্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ।

These two words provoke warm and fuzzy feelings in the hearts of every Bengali. The bright autumn sky is the harbinger of the biggest Bengali festivity - Durga Puja. And this year, the occasion seems extra special, as Bengalis gear up to welcome their "Maa" in all her splendor after two years of muted celebrations.
We at Bay Area Prabasi are excited to bring you the grandest Durga Pujo in the greater Bay Area - ever! An unparalleled outdoor event space for Covid safety, a members only lounge for those addas and connections, a kid's zone where the little ones can be safe and entertained, a parking space that's free and close-by are just the basics this year. Prabasi is paying special attention to these logistics so you can experience the Pujo hassle-free. What's more notable are the entertainment lineup : Bollywood night with Benny Dayal and Kolkata evening with Sourendro / Soumyojit, the multi-cuisine food options, the shopping and the "VIP" treatment that you will receive. We wanted to elaborate a bit more on the "VIP treatment" aspect. This year, Prabasi has membership options that can be tailored to your needs, however unique they may be. You can subscribe to the General Membership and use a-la-carte upgrades to customize your experience, or for a great value just get the "Premium Membership".

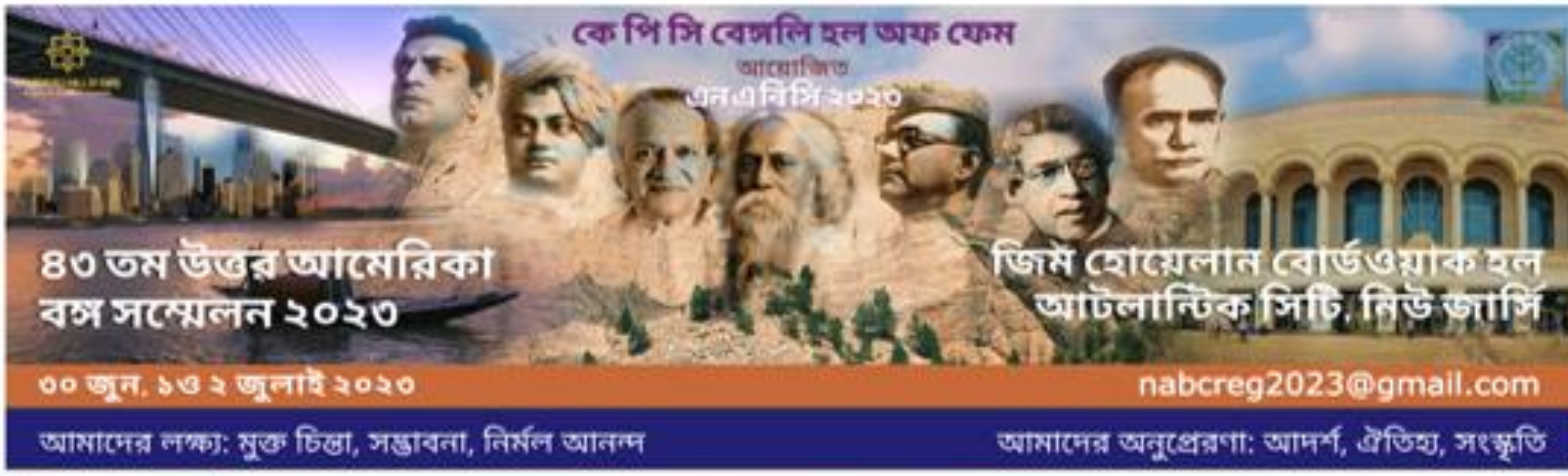

Jim Whelan Boardwalk Hall, formerly known as the Historic Atlantic City Convention Hall, is a multi-purpose arena in Atlantic City, Atlantic County, New Jersey, United States. Jim Whelan Boardwalk Hall is a multi-purpose facility located on the iconic Atlantic City Boardwalk and features the 141,000-square-foot main arena with a capacity of 14,770 seats as well as the 23,100-square-foot Adrian Phillips Theatre with a capacity of 3,200. Constructed in 1929 as the country's original convention center, for 93 years Boardwalk Hall has dazzled guests and residents of Atlantic City with legendary stage icons such as Elton John, Paul McCartney, The Rolling Stones, and the Beatles.

Register online to avail 10% Early bird discount. Hotel accommodation with discounted rate being negotiated

NABC 2023 Registration : Standard

Registration Rates

Type	Price	Number of adults included in Registration	Number of children [Under 18] included in Registration	Number of Extra Children can be added	Cost Per Extra Child
Single	$200	1	0	4	$50
Couple	$300	2	0	4	$50
Student	$150	1	0	0	N/A
Family	$350	2	2	4	$200

•**Pay by Check**

•Please make check payable to KPCBHOF and mail it to the following address. Your registration will be confirmed after the check is received and successfully cashed. Please do not forget to mention your Registration ID on top of the check. Registration will be cancelled if we do not receive payment within 15 days.

•**Check Mailing Address**

•12 Ellis Ct, Morganville, NJ - 07751

•**Zelle Transfer**

•Please send money by Zelle to kpcbhofnabc2023@gmail.com. Your registration will be confirmed after we receive the money. Please do not forget to mention your Registration ID in Zelle message. Registration will be cancelled if we do not receive payment within 15 days.

•**Pay in Person**

•Please contact with us on email at nabcreg2023@gmail.com. Please do not forget to mention your Registration ID in email message. Your registration will be confirmed after we receive the money. Registration will be cancelled if we do not receive payment within 15 days.

FIA CREATES HISTORY IN NEW YORK, ENTERS GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS

FOR RENT – WEEKLY OR MONTHLY

Beautiful, freshly renovated and painted flat in Central Kolkata,
750 sq. ft. total area plus hanging balcony overlooking Main Street.
Dining area, fully equipped kitchen, modern bathroom,
living room/bedroom, AC, TV and Wi-Fi,
and 24-hour caretaker and security.
For overseas persons only with appropriate references.
Enquire:
Mithu Chaudhuri: 910-977-2438 mithukarchaudhuri@gmail.com"

ফুটবল জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা বদ্রু (সমর) ব্যানার্জীর জীবনাবসান

দিলীপ চক্রবর্তী , নিউ জার্সি

শনিবার সকালেই দুঃসংবাদের বার্তা ছড়িয়ে পরল, সকলের প্রিয় বদ্রুদা ইহজগত ছেড়ে চলে গেছেন। ছেলের মৃত্যুর পর গভীরভগ্ন হৃদয় নিয়ে বড় একা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পুত্রের মৃত্যুর পর নাতনিই ছিল তাঁর প্রাণ । অনেকের মতই হাওড়ায় বড় হয়ে ওঠেন বদ্রুদা। আর এখানেই শুরু হয় তাঁর ফুটবলের বিজয় অভিযান। পাঁচের দশকের মোহনবাগানের সাফল্যে বদ্রুদার অবদান কম ছিল না।

১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন ওলিম্পিকসে বদ্রুদাই ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে কর্মকর্তাদের অমত সত্ত্বেও বদ্রুদাই দলকে মুম্বই নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নেন। সেবার ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে প্রথমবার রোভার্স জেতে মোহন বাগান। তাঁর কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে বছর দুয়েক আগে বদ্রুর নামে মোহনবাগানের তরফে পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয়। বয়স হয়েও গেলেও মাঝেমাঝেই মোহনবাগান ক্লাবে আসতেন। মোহনবাগান ক্লাব ছিল তাঁর হৃদয় আর ফুটবল ছিল তাঁর প্রাণ। এমনটাই ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় বদ্রুদা।

২০১৭ সালে তাঁকে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।, ২০০৯ সালে তাঁকে 'মোহনবাগান রত্ন' সম্মান দেয় মোহনবাগান ক্লাব। তিনি একসময় ডাক্তারি পড়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে, এ কথা বোধহয় অনেকেই জানেন না। তবে ফুটবলের মধ্যেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। সেজন্যই তিনি হতে পেরেছিলেন ফুটবল সম্রাট, ফুটবল অনুরাগীদের প্রিয় বদ্রুদা।

১৯৮৬ সালে ফিফার বিশ্বকাপে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হয়ে মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি দু তিন দিন এ প্রতিবেদকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ছিলেন। তাঁর সদা হাস্যময় ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন – পক্ষপাতিত্ব আর স্বজনপোষণ ভারতের ফুটবলের দৈন্যদশার অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁর মৃত্যুতে সকল ফুটবলপ্রেমীগণ শোকে মর্মাহত, তাঁরা বদ্রুবাবুর আত্মার মুক্তি কামনা করে।

টীকা – বর্ত্তমান ও আনন্দবাজার পত্রিকা

LOCAL NEWS FROM

ANANDA MANDIR
Hindu Temple & Community Center

269 Cedar Grove Lane, Somerset, NJ 08873

2022 GAYATRI GAMARSH MEMORIAL AWARDS FOR LITERARY EXCELLENCE:

INVITATION FOR NOMINATIONS

Nominations Solicited for 2022 Gayatri GaMarsh Memorial Awards For Literary Excellence

The **Gayatri Memorial Awards** were established in 2010 by Jerry GaMarsh to honor his late wife, Gayatri GaMarsh. The program is administered through the Awards & Recognition Committee of **Ananda Mandir, Somerset, NJ.**

Two cash awards are usually given each year to recognize outstanding works published in North America-based literary magazines. One award is given to an author of Bengali works, and another is given to an author in English. Each award consists of $500 in cash and a commendation plaque. Under certain situations, co-winners may be selected for an award category.

An author may nominate himself/herself -- or may be nominated by third parties. <u>Each nomination must be submitted through email and supported with copies of one of the following:</u>

- Two (and only two) works of prose (essays, short stories or plays) published in North America-based Bengali or English print or digital magazines within the last five years. The submitted articles should not be more than ten (10) pages long. Longer articles may be disqualified. Books or book chapters will not be considered.
- In case of poetry, submission may consist of up to four poems, each of reasonable length (2 pages or shorter).
- A combination of prose and poetry may be submitted as well. However, please submit no more than one short story, essay or play <u>and</u> two poems.

Please note that unpublished works of literature will not be accepted. Full publication references must be given for the articles submitted with each nomination. Articles published in magazines or websites outside of North America will not be considered.

Nominated authors must be 18 years or older and residents of North America. All nominations and correspondence should be submitted electronically.

Each nomination should include a short biography of the author. Judging, however, will be based primarily on the supporting publications. Judges' decisions will be final.

Members of the Awards & Recognition Subcommittee and the judges cannot submit nominations for themselves nor can they be nominated by third parties.

Deadline for nominations (with supporting documents) for the 2022 awards is September 15, 2022. Awards will be announced and presented in the Fall of 2022.

Please send nominations (with supporting documents) to Debajyoti Chatterji (debsmee572@gmail.com)

In case of questions, please email **Debajyoti Chatterji (debsmee572@gmail.com)**.

MANI-FEST 2022:
DIRECTIONS IN THEORETICAL PHYSICS | BHAUMIK INSTITUTE

UCLA Mani L. Bhaumik Institute for Theoretical Physics

MANI-FEST 2022:
Directions in Theoretical Physics

HELD ON: June 12-14, 2022

LOCATION: Luskin Conference Center on June 12-13
First Floor of PAB on June 14

Mani L Bhaumik

Long time CAB'S Life Member & NABC Sponsor

This conference celebrated the 5th year of the Mani L. Bhaumik Institute for Theoretical Physics, as well as Dr. Mani L. Bhaumik's 90th birthday. (This conference is more than a year late due to the pandemic.) The workshop included topics on basic issues in quantum field theory, string theory, black holes and gravitational waves and other topics. Speakers included Nima Arkani-Hamed, Barry Barish, Steven Chu, David Gross, Juan Maldacena, Eva Silverstein, Caludio Pelegrini, Lenny Susskind, and three young UCLA professors to represent current and future work at the Bhaumik Institute.
In 2016 Dr. Mani L. Bhaumik pledged the largest gift ever to the Department of Physics and Astronomy to create a world-class Institute for Theoretical Physics at UCLA. The Institute provides an outstanding research environment for our students and postdocs, and helps UCLA hire top-ranked new faculty. Prior to his distinguished career as a laser physicist, Dr. Bhaumik's love of theoretical physics began as a student in India where he learned about Kaluza-Klein theories from S. N. Bose (of Bose-Einstein fame), initiating his passion for deep questions in theoretical physics, especially as related to quantum field theory.

LIST OF SPEAKERS

Nima Arkani-Hamed	(IAS)
Barry Barish	(Caltech)
Steven Chu	(Stanford)
Lance Dixon	(SLAC)
Thomas Dumitrescu	(UCLA)
David Gross	(KITP)
Juan Maldacena	(IAS)
Smadar Naoz	(UCLA)
Claudio Pellegrini	(UCLA)
Eva Silverstein	(Stanford)
Mikhail Solon	(UCLA)
Leonard Susskind	(Stanford)

MUON G-2 OVERVIEW:

Martin Hoferichter	(Bern)
Graziano Venanzoni	(INFN-Pisa)

For further information:
https://bhaumik-institute.physics.ucla.edu/conferences-workshops

AAAS ANNOUNCES THE MANI L. BHAUMIK BREAKTHROUGH OF THE YEAR AWARD

THE $11.4M GIFT WILL ESTABLISH AN INTERNATIONAL SCIENCE PRIZE

Valeria Sabate

Washington, D.C.: The American Association for the Advancement of Science (AAAS) is delighted to announce the largest transformational gift in AAAS's history, the Mani L. Bhaumik Breakthrough of the Year Award. The $11.4 million pledge to the organization will support a $250,000 annual cash prize for up to three scientists whose foundational research and activities best exemplify the *Science* Breakthrough of the Year, published in *Science* each December.

"The international award will help the science most poised to change the world have its maximum impact," said Sudip S. Parikh, Ph.D., chief executive officer at AAAS and executive publisher of the *Science* family of journals. "It has the power to propel discovery and advance innovation society needs."

Recognizing the most significant developments in scientific research is a central philosophy for donor Mani L. Bhaumik, Ph.D. — a physicist with myriad contributions to the development of high-powered lasers — as well as for AAAS and the *Science* family of journals.

Science's 2021 Breakthrough of the Year, for example, honored a solution to a challenge that had perplexed scientists for 50 years: how to predict the shape a string of amino acids will fold into as it becomes a working protein. In two papers published simultaneously in *Nature* and *Science* in 2021, researchers showed how this could be done using artificial intelligence-driven software. Moving forward, groundbreaking achievements like this will receive further recognition at the individual level through the Mani L. Bhaumik Breakthrough of the Year Award — the largest of any scientific society.

"My humble advice to the potential winners of the award would be for them to realize that science is a very hard taskmaster and demands dedication with unremitting strenuous work for success," said Bhaumik. "Fortunately, the ecstasy of revealing the secrets of nature makes the arduous work feel like fun."

The cash prize builds upon the well-established *Science* Breakthrough of the Year, the journal's choice of the top research advance of the year. After the news and editorial staff of *Science* select and publish the Breakthrough, a committee of approximately ten individuals — convened by the *Science* journals' editor-in-chief — will select up to three winners whose work best exemplifies the related research field to receive the Bhaumik Breakthrough of the Year Award.

Starting in 2023, the selection committee will convene in January of each year. The individual winner or winners will be announced before the end of March.

"This award gives the committee latitude with respect to who they select, which is an exciting feature compared to other committees of this award type," said Holden Thorp, Ph.D., editor-in-chief of the *Science* journals. "Usually, the individuals are selected first, but here a key research advance is selected, and then a committee decides who the standout contributors are."

The scientist or scientists who receive the award will be invited to present at a public symposium about their award-winning contributions.

The scientist or scientists who receive the award will be invited to present at a public symposium about their award-winning contributions.

The American Association for the Advancement of Science (AAAS) is the world's largest general scientific society and publisher of the journal *Science*, as well as *Science Translational Medicine*; *Science Signaling*; a digital, open-access journal, *Science Advances*; *Science Immunology;* and *Science Robotics*. AAAS was founded in 1848 and includes more than 250 affiliated societies and academies of science, serving 10 million individuals. The nonprofit AAAS is open to all and fulfills its mission to "advance science and serve society" through initiatives in science policy, international programs, science education, public engagement, and more. For additional information about AAAS, visit www.aaas.org.

সৌধ , সমাধি ও স্থাপত্য নগরী

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় -গত দুই দশক ধরে মার্কিন মুলুকে বাস। অধুনা শিকাগো নিবাসী। পেশায় শিক্ষিকা। নেশা সাহিত্যচর্চা। বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই বই পড়তে ও লিখতে ভালবাসেন। 'বাতায়ন ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত গত ছয় বছর ধরে।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়,
ইলিয়নয়ের শিকাগো

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সারা ইউরোপ জুড়ে দারুণ তাপপ্রবাহ চলেছে। পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়ন ছায়া ফেলছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। আটটার সময়েই তাপমাত্রা নব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই বলে উত্তর ইতালিতে পর্যটকদের সংখ্যা কিছু কম নয়। আমার মতো অনেকেই আছেন যাঁরা গ্রীষ্মকালে দেশভ্রমণে বেরোন। সেটা ছিল আমাদের ইতালি সফরের অষ্টম দিন। মিলান , ভেনিস , ফ্লোরেন্স দেখা হয়েছে। কিন্তু আশ মেটেনি। ফ্লোরেন্সে Galleria del Academia তে Michelangelo সৃষ্টি David এর অনন্য সৌন্দর্য্যের সম্মোহন কাটে নি। ভেনিসের বিষন্ন সবুজ জলের মায়া ঘিরে রেখেছে মন । মধুর ভাললাগা নিয়ে Venizia Santa Lucia থেকে ট্রেন চড়লাম। এবারে গন্তব্য রোম। Roma Termini তে নামলাম ট্রেন থেকে। নেমেই মনে হল এ সেই রোম নগরী! প্রাচীন সভ্যতা আর সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান এক কেন্দ্র। সনাতন ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে শহরের পরতে পরতে। রোম নগরীর ইতিবৃত্ত। সে কি সোজা কথা ? রোম শব্দটার প্রতিটি বিন্দুতে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। বহু শতাব্দীর ওঠাপড়া। সাম্রাজ্যবাদ ,সভ্যতা , ভাষা, শিল্পচর্চা ,স্থাপত্য -কতকিছুই তো এককথায় মনে আসে রোম নামের সঙ্গে। ট্রেন স্টেশনে নেমেই একটা চমক লাগল। স্টেশনে ২৯টি প্লাটফর্ম । প্রতিদিন প্রায় ৪,৮০,০০০ যাত্রী এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। বুঝলাম রোম নামের সঙ্গে আর একটা শব্দও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা হল বিশালত্ব। ফোয়ারা , প্রাসাদ , জাদুঘর , সমাধি, মন্দির - এ শহরে সবই বিশাল।

The Spanish Steps

রোমে আমাদের তিনদিন স্থিতি। যেদিন পৌঁছলাম তার পরের দিন বিকেলের দিকে বেরোন গেল Spanish Steps দেখতে। মনে একটু সংশয়। সিঁড়ি দেখার জন্য এত তোড়জোড় ! পৌঁছে দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড। ১৩৫ টি খাড়া সিঁড়ি। তার নিচে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল। কোন জায়গা থেকে শুরু করব দেখতে? ওপরে , নিচে , চারপাশে যেখানেই তাকাই মনে হয় সৌন্দর্য্যের উদযাপন। আর Keats এর প্রবাদপ্রতিম পংক্তি তো সকলেই জানেন। 'A thing of beauty is a joy forever' - দেখেশুনে মনটা সত্যি খুশীতে ভরে উঠল। আসার আগের অনাগ্রহ মুহূর্তে উধাও।

Bernini র ফোয়ারা

সিঁড়ির মাথায় Trinita dei Monti চার্চ তার নিজস্ব গঠন সৌন্দর্য্য দিয়ে মনোযোগ দাবী করবেই। আমি সে ডাকে সাড়া না দিয়ে সিঁড়ির নিচের Piazza য় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম। বহু মানুষের ভিড়। সকলেই প্রায় হাঁটছেন। হাতে নানা মাপের ব্যাগ। বেশ কিছু নামী ব্র্যান্ড এর নাম লেখা ব্যাগের গায়ে। সামনেই একটি ফোয়ারা। তার চেহারায় Baroque শিল্পশৈলীর ছাপ স্পষ্ট। কাছে গিয়ে নাম পড়লাম - Fontana della Barcaccia বা Fountain Of The Longboat . ১৬২৭-২৯ সালের মধ্যে নির্মিত। কথিত আছে এ শহরে কিছুদূর দিয়ে বয়ে চলা Tiber নদীতে বন্যা হয়েছিল সে সময়ে। বন্যার জলে ভেসে আসে একটি নৌকো। নৌকোটি দেখে চমৎকৃত হন পোপ Urban VIII তাই ফোয়ারাটির এমন নাম। কেউ কেউ এটিকে বলেন Bernini ফোয়ারা। স্থপতি Pietro Bernini র নামে। ১৬২৯ সাল থেকে আজও সেই ফোয়ারা থেকে একই ছন্দে উৎসারিত হয়ে চলেছে জল ।

Piazza Di Spagna

Piazza যখন তখন তার নিশ্চয়ই একটা নাম আছে। উত্তর ইতালীর নানা শহর দেখতে দেখতে অনামী Piazza কিন্তু একটিও চোখে পড়ে নি। একটু খুঁজে দেখতেই পেয়ে গেলাম নাম। Piazza di Spagna. আঠারোশো ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু সাহিত্যিক -শিল্পী পর্যটকের গন্তব্য ছিল রোম। তাঁরা সবাই প্রায় থাকতেন Spanish Steps এর সানুদেশে এই Piazza টির আশেপাশে। আঠারোশো শতাব্দীর ইংরাজী ঔপন্যাসিক Tobias Smollett লক্ষ্য করেছিলেন, "The Piazza d'Espagna is open, airy and pleasantly situated....Here most of the English reside." এখানে দাঁড়িয়ে কল্পনার পাখায় সামান্য ভর। ব্যাস ! অতীতে পৌঁছনোর ছাড়পত্র পাওয়া যায় বিনা আয়াসে। চারদিকের ঘরবাড়ীর চেহারা Smollett এর সময় থেকে তেমন বদলায় নি। বহু শতাব্দী আগের Spanish দূতাবাসে (যা থেকে সিঁড়ির নাম) কাজ হয় এখনও। দুটি কালো ঘোড়া জোতা একটি গাড়ী আজও অপেক্ষমান সেই সেদিনেরই মতো। উত্তরের দিক থেকে আসা পর্যটকদের তাদের পান্থনিবাসে নিয়ে যাবে বলে। Babington চা ঘর ও Keats And Shelley Memorial House

চারপাশ দেখতে দেখতে আর ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সামনেই Babington's Tea Room - সেখানে ঢুকে পড়ি কফি আর হালকা কিছু খাওয়ার আশায়। আঠারোশো শতাব্দীর এই চা ঘরে ইতিহাস নিঃশ্বাস ফেলছে। আক্ষরিক

এর পরে ১৪ পাতায়

১৩ পাতার পর

সৌধ , সমাধি ও স্থাপত্য নগরী

অর্থেই। ভারী কাঠের আসবাব। ভেতরের সজ্জায় সেই পুরনো দিনের বাহুল্য। Cafe র মেঝেতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ। Cafe থেকে বেরিয়ে মন চনমনে। বেলা পড়ে আসছে। সেইসঙ্গে সামান্য হলেও কমছে রোদের তাপ। চারদিক গমগমে। ১৩৫ টা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠা কোন ব্যাপারই নয়। Babington Tea Room এর উল্টোদিকে হেঁটে গেলাম। এবারে উঠব ওপরে। কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার ডানদিকে একটা বাড়ীর দেওয়ালে ফলক। তার গায়ে লেখাটি পড়ে থমকে গেলাম। The Young English Poet John Keats Died In This House On The 24th February 1821 Aged 25.

আলো , বাতাস আর আনন্দের এই উদযাপনের মধ্যেও চোখে জল এসে গেল। নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ীটার সামনে। জীবনের শেষ তিনটি মাস এই বাড়ীতে কাটিয়েছেন প্রিয় কবি John Keats .তাঁর 'দুদুটো ফুসফুস ভর্তি জ্বলন্ত কাঠকয়লা ' তখন। দুই শতাব্দীরও বেশী আগে তিন তিনটি দুঃসহ মাস এই বাড়ীতে ছিলেন তরুণ কবি। যক্ষ্মা, প্রবাস আর বিরহের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। যে ঘরটিতে তিনি মারা যান তার জানালার বাইরেই Spanish Steps -রোগশয্যায় শুয়ে কবি দেখতেন বয়ে চলা জীবনের সমারোহ। 'বাগান , সমুদ্রতীর , আলোয় বেড়াতে আসা শিশু ও মহিলাদল। ' সেই দিনগুলোয় কেউ কি দেখেছে তাঁর দু চোখের না-মেটা তৃষ্ণা? এ বাড়ী আজ এক জাদুঘর। Keats And Shelley Memorial House এ শেলী, কীটস ছাড়াও অন্যান্য ইংরেজ ও মার্কিন সাহিত্যিকদের নানা স্মৃতি সযত্নে সংরক্ষিত।
"হেথা যে শায়িত তার নাম লেখা জলে..../যদি ছুঁই সেই নাম /যে হাতে ছুঁয়েছি সেই হাত ভেসে চলে কত -না নগর ,কত গ্রাম " শরৎ , নাইটিংগেল আর গ্রীসিয় পাত্রের স্তবের স্রষ্টাকে নীরব প্রণতি জানিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার পালা এখন। চলার পথ পাওয়া মুশকিল। প্রতিটি সিঁড়িতে বসে আছেন লোকজন। নানা দেশের তরুণ তরুণীর সংখ্যাই বেশী মনে হল। ওপরে যখন উঠলাম তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে শুরু হয়েছে রঙের খেলা। কমলা -বেগনী -গোলাপী আকাশের নিচে রোম শহর। ঠিক সেই মুহূর্তেই কানে ভেসে এল গান। ভাষাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। খুব সম্ভবত Spanish. পেছনে তাকিয়ে দেখি সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে একগুচ্ছ অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে গিটার বাজিয়ে গান ধরেছে জোর। 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!' সেই আনন্দের রেশ সঙ্গে নিয়ে হোটেলের পথ ধরলাম।

আজ এটুকু শুধু। রোমে এক বিকেলের অভিজ্ঞতা। বাকী থেকে গেল অনেককথা। আবার এমন অনেক অনুভূতির সঞ্চয় হয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। Sistine Chapel প্রথম দেখার রোমাঞ্চ বা Pieta র নীরব সংলাপ প্রথমবার শোনার বিহ্বলতা অক্ষরে অধরাই থেকে যাবে।

কবিতাপংক্তির উদ্ধৃতি - 'শুভ-রাত্রি লেখা মেঘ '/জয় গোস্বামী

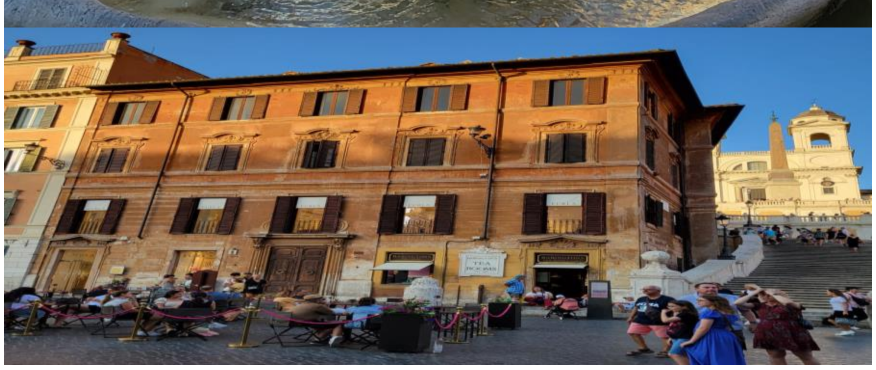

Local News

East Coast Cultural Association New York

2022 DURGA PUJA

October 7, 8 and 9

**Banquet Hall
1616 Hillside Avenue,
New Hyde Park, NY
11040**

We, The East Coast Cultural Association (ECCA), are pleased to announce the debut of our richest religious and cultural event of 2022, Aradhana of Mother Durga. The event will be held on October 7, 8 and 9th, of 2022. To celebrate Durga Puja, the closest festival to Bengali hearts, we promise to make an honest and concerted effort to embrace the religiosity, spirituality, and emotions of not only our community but the entire Indian Diaspora.

The East Coast Cultural Association is proud to have among its members many of our community elders who have vast reservoirs of experience which they have gained from their participation in the venerated traditions established by the first celebrants of Durga Puja in New York. Our endeavors will be based on honesty, transparency, camaraderie, and fellowship. The Puja rituals will be practiced with utmost devotion and will be open to all to participate. We will provide a platform for multicultural expressions of entertainment which will promote greater social integrity among our diverse communities. We will provide opportunities to businesses to promote their economic activities. Anyone attending and partaking of our celebrations will be treated with respect and dignity, and lastly, all will be honored guests at our tables featuring the amazing cuisine of Bengal.

On behalf of East Coast Cultural Association, we are cordially inviting the community of young and elders to join our celebration and share their joy, expertise, and knowledge with us so that we can grow and mature into an exemplary association. Posted by general members and associates Bandana Kundu, Meeta C. Roy, Anjana Das, Mina Ghosh, Rupasree Chakraborty, Sriparna Bhattacharya, Soma Rana, Sanghamitra Chowdhury, Shibangi Saha, Prasanta Roy, Swapan Das, Ajay Chakraborty, Bijoy Saha, Vaskar Das, Rajib Bhattacharya, Aloke Roy, Soumyo Nag, Auyon Chowdhury, Somnath Ghoshal, Indrajit Saha(Madon), Rajorshi Roy (Raj), Indroneil Roy(Joy), Amit K. Chakraborty(Sunny), Subrata Saha, Akshat Kaul, Dibya Guhasarkar, Sanjoy Purkaystha, Debashish Debnath, Karunesh Saha and Murari Das and more.

Local News
Trinayani – Durga Puja 2022
Kiddie Keep Well Camp
Roosevelt Park, Edison
35 Roosevelt Dr, Edison, NJ 08837
Saturday, 24 September, 2022
• Whole Day 'Puja'
• Bhog Prasad
• Lunch
• Cultural Program
• Dinner
• Bengali Veg
• Bengali Non-veg
• Mutton
• Bengali Sweets
Adult : $50
Kid (5-14 years) :$30
Family Package
(2 Adults + 2 kids) : $150
Seats are limited!!
Cultural Program by Dibyaraj and Shilpi
Contact TrinayaniNJ@gmail.com for registration.

Gur Sandesh
Khichuri
Labra
Chatni
Lunch Menu

Dinner Menu
Fish Fry
Mutton Kosha
Basanti Poalo
Phulkopir Roast
Chatni
Chhanar Jilipi

SARASWATI RIVER VALLEY CIVILIZATION

INDIA'S PROUD HERITAGE

Nirmal Pal, Connecticut

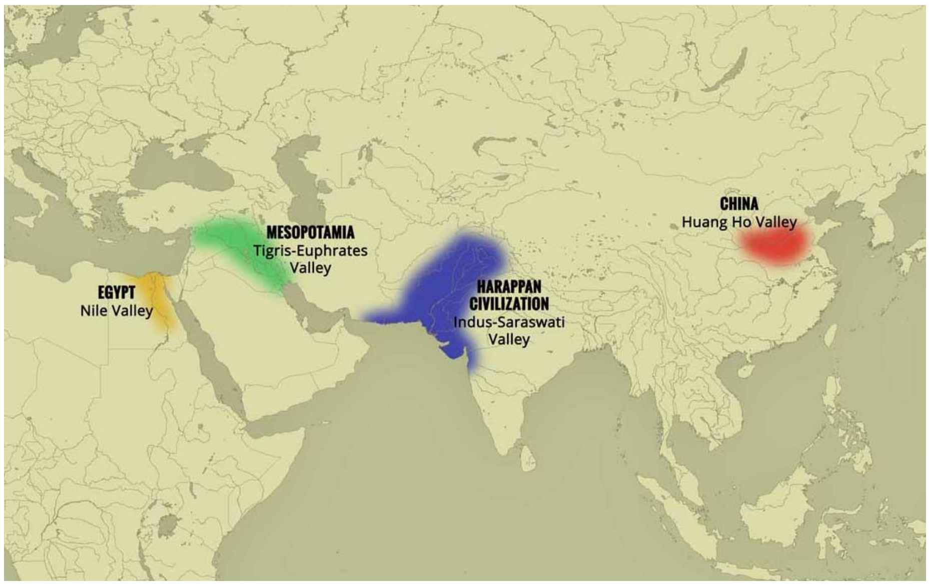

Four ancient civilizations developed almost contemporaneously in Egypt, Mesopotamia, India and China and lasted from around 8000 to 2000 BCE.

All of these settlements were located close to a river as River Nile in Egypt, Rivers Tigris and Euphrates in Mesopotamia, Rivers Yangtze and Yellow in China, and Rivers Indus and Saraswati in India.

However, there is a big difference between those in India versus those in China, Egypt and Mesopotamia, as in all of these three civilizations, cities were built around a palace. Whereas the cities in the Indian sites have no sign of any King's palaces. There are houses of various sizes, but none to indicate a house of a king or chief. Also the ancient civilizations in India were spread across a very large geography with more than 200 large and small cities spread across the Indus and Saraswati river basins. Historians estimate that close to five million people lived in such urban dwellings in this large area covering much of western and northern India. This is more than those living in Egypt and Mesopotamia combined at that time.

"In the Indian subcontinent, Harappa, Mohenjo-daro (both now in Pakistan) and the recently partially excavated Rakhigarhi (in Haryana, India) were large cities. Their urban plans included the world's first known urban sanitation systems. Within the city, individual homes or groups of homes obtained water from wells. From a room that appears to have been set aside for bathing, wastewater was directed to covered drains, which lined the major streets. Houses opened only to inner courtyards and smaller lanes. The house-building in some villages in the region still resembles in some respects the house-building of these ancient sites.

The systems of sewerage and drainage that were developed and used in cities throughout the Indus and Saraswati regions were far more advanced than any found in contemporary urban sites in the Middle East and even more efficient than those in many areas of Pakistan and India even today. The advanced architecture of the Harappans is shown by their impressive dockyards, granaries, warehouses, brick platforms, and protective walls. The massive walls of Indus and Saraswati cities most likely protected the cities from seasonal floods and may have dissuaded military conflicts." (preceding two paragraphs and the two pictures are taken from Wikipedia).

এর পরে ১৮ পাতায়

১৭ পাতার পর

SARASWATI RIVER VALLEY CIVILIZATION

There is no evidence of any warfare in any of these sites, and in fact not a single sword has been found in any of the ruins. There are spears and arrows as they were needed for hunting animals.

But these cities were abandoned mysteriously around 2000 BCE. Historians can only make assumptions about the cause for these abandonments, as no written history is available There are signs that some of the cities were burnt to ashes, not by warfare, but seemed almost by design, and these were done perhaps due to some pandemics. Others in low lying areas were inundated by flood and rise of ocean levels and disappeared. But the main reasons were perhaps climate change. The mighty Saraswati river, which was a vast river with tributaries in Punjab, Haryana and Rajasthan, dried up over a thousand years around 4000 BCE. The Indus river changed courses over these thousand years. Wanton felling of trees for fuel denuded vast areas and made the land arid. Monsoon, whose seasonal floods provided new sediments and nutrition to the rice fields, slowly moved east towards the Gangetic plains. Some other experts think there were two hundred years of drought. Thus the cities could not sustain themselves without water and surplus grains and were slowly abandoned and the residents migrated to north, east and south India into smaller towns and villages.

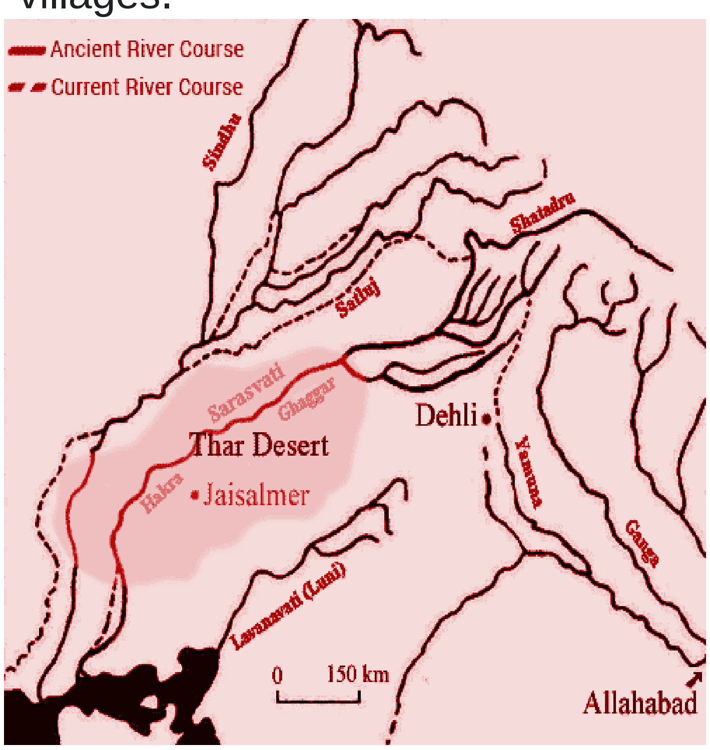

What happened to the Saraswati river drying up some 4000 years ago can be seen happening to our own mighty Colorado river. Following is a recent report: “The Colorado River provides drinking water for 40 million people, irrigates five million acres of farm and ranch land, and supports a $1.4 trillion economy. All of this is at risk due to rising temperatures and drought driven by climate change, combined with outdated river management and overallocation of limited water supplies. River flows are at historic lows and the levels of Lake Powell and Lake Mead reservoirs are dropping precipitously.” And this is happening in just the last few years, whereas what happened to the Saraswati river took a thousand years.

Unfortunately, experts have not been able to decipher the scripts found in seals and potteries from excavations. But the sophistications of town building with sanitation are proof that they must have developed a language for communications between themselves and for trade between these cities and with far away locations in Mesopotamia and other locations.

While these developments were taking place in the four civilizations mentioned above, humans in the middle and western Asia remained mostly as pastoral and nomadic people. They didn’t build permanent dwellings and migrated slowly over thousands of years to the east towards India and to the west towards Europe, always looking for greener and better

এর পরে ১৯ পাতায়

pastures. The area known as the Fertile Crescent that included present day Iraq, Syria, Iran, and Israel/Palestine slowly became arid deserts because of wanton felling of trees for fuel and climate change. Their eastern migration took them over the Hindukush mountains and through the valleys into the fertile and temperate lands of modern day Punjab and Sindh. It is estimated that batches of these nomadic people, so called Aryans, started moving into the Indian subcontinent between 2500 and 1700 BCE and were assimilated within the larger Indian population.

Around the same time frame, the people of the Indus and Saraswati river basins abandoned their cities and moved north, east and south within India. The two groups (people of Indus and Saraswati region and the Aryans) gradually started living together peacefully, and their spoken language developed into a combined form of what experts call the early form of Sanskrit. Early form of Sanskrit is called proto-Indo-European language, and in my opinion this language was influenced more by the Saraswati river valley people than by the nomadic Aryans. No doubt then that this language is called Indo-European and not Euro-Indian.

Written scripts for this early language were not developed until much later, and it was mostly a spoken language which matured over thousands of years. These people used to worship mostly nature-Gods like the Sun (Mitra),

Water or Ocean (Varuna) and Fire (Agni). Priests, who used to perform elaborate ceremonies to praise Gods and seek their blessings, started composing rituals in the form of hymns/poems, and the collection of these poems composed over thousands of years became known as the Vedas (Knowledge). Thus the Vedas became the basis for the philosophy of these people and they called their religion Sanatan (something that always exists, and what is not born nor will die). It was much later that invading Persians, who had difficulty in pronouncing Sindhu (as residents of Sindh river), called them Hindu.

You will find many western historians try to postulate that the Vedas were written by the Aryans before they came to India in the arid mountains of Afghanistan or Turkmenistan. But you don’t have to be an expert historian to come to the conclusion that the Vedas could only have been composed by people who had been living in built-up areas with proper education facilities for thousands of years rather than by nomadic people without any permanent dwellings. Some of these experts also try to prove that the Saraswati river existed in Afghanistan. These experts also postulate that these nomadic Aryans invaded and defeated the people of the Indus/Sarasvati river valley basin and drove them away.

My above conclusion about the Vedas being written by the people of ancient Indian civilizations in the Indus and Saraswati river basin has a parallel for Persia. There, a similar conclusion can be drawn for the Zorastrian religion and their sacred book of Avesta which developed in the Mesopotemian civilization around the same time and spread across Persia. These were also not written by nomadic Aryans but by the people of Mesopotamia.

এর পরে ২০ পাতায়

১৯ পাতার পর

SARASWATI RIVER VALLEY CIVILIZATION

In my opinion, even though the cities in the Saraswati river basin (and the Indus river basin) were abandoned for various reasons as I mentioned above, their sophistication of thought process and their language did not disappear, and the Vedas are a living testimony to my above conclusion.

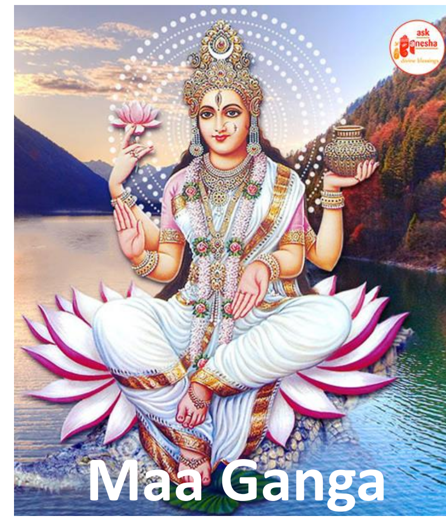

Sources:

1. Numerous UTube video lectures by well known historians
2. Humanjourney.com
3. Wikipedia

Ganges River System –

From Wikipedia

The major rivers in this system are (in order of merging, from west to east)

•Ganges - 2,500 kilometres (1,600 mi) Starting from Gangotri Glacier, Uttarakhand, India

•Chambal - 1,024 kilometres (636 mi) Flows through Madhya Pradesh, Rajasthan and merges into Yamuna in Uttar Pradesh

•Betwa - 676 kilometres (420 mi) Not Himalayan river, covers Madhya Pradesh and Uttar Pradesh before merging Yamuna

•Yamuna - 1,376 kilometres (855 mi) Yamuna runs its most of the course parallel to Ganga before contributing its water to Ganga at Prayagraj. Largest of Ganga's southern tributaries

•Gomti - 529 kilometres (329 mi) Starts near the junction of three borders viz. Nepal, Uttarakhand and UP

•Ghaghra - 1,156 kilometres (718 mi) Starts in Nepal near Uttarakhand

•Son - 784 kilometres (487 mi) Not Himalayan river, covers MP, UP, Jharkhand and Bihar. Second Largest of Ganga's southern tributaries

•Gandak - 652 kilometres (405 mi) Starts from Nepal

•Kosi - 625 kilometres (388 mi) Starts from Nepal

•Brahmaputra - 3,969 kilometres (2,466 mi) Merges with Ganga to form the grand river (but short in length) - Padma in Bangladesh. By now, flow velocity of both rivers slow down to considerable extent as they are in plains now.

Before entering Bangladesh, near Farakka in Malda District, Ganga leaves a distributary Hoogly, 450 kilometres (280 mi) which provides water for irrigation in West Bengal

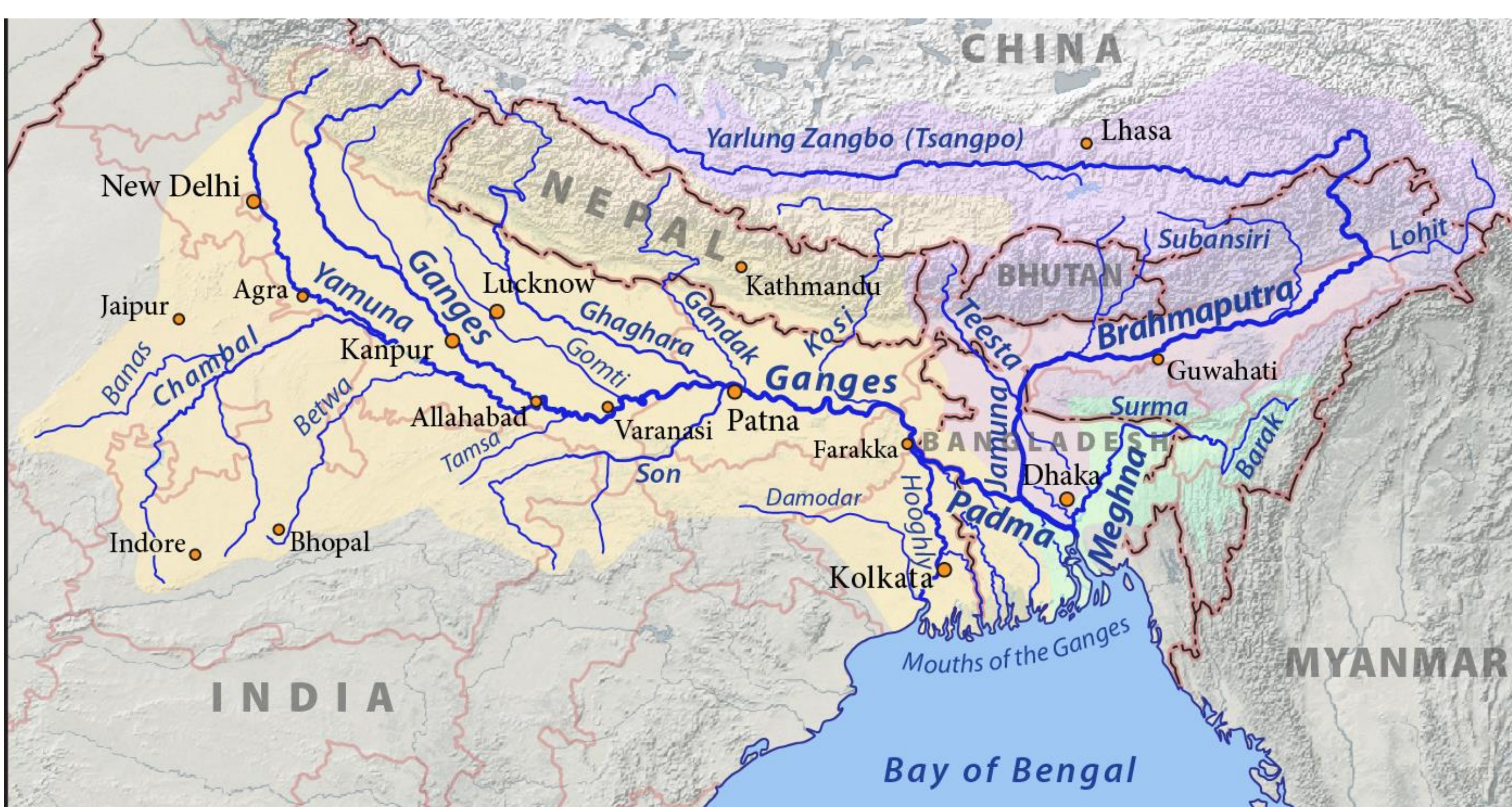

Local News

MAITREE ASSOCIATION OF AMERICA

4 Kady Lane, Kendall Park, NJ 08824, USA

History

Maitree was born on May 3, 2022 (Bengali 19th Baishakh 1429) on the auspicious day of Akshaya Tritiya. We are a nascent but vibrant community, founded on the core principles of philanthropic pursuit, transparency, inclusivity and friendliness. So, we have just begun and with the blessings of Maa Durga, we will strive with purpose and evolve – Together. Maitree treasures the cultural values, traditions, literature and cuisine of our beloved motherland. We aim to uphold these aspects of our identity and proudly pass on the same to generations to come. We come from the land of Sri Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda, Tagore, Kazi Nazrul, Mother Teresa and many other illustrious citizens. Their teachings and philosophies will always guide us to lead to a greater good and create a harmonious society. We, at Maitree, therefore, welcome all who share these values and traditions to be part of our community.

Mission

The mission statement of the organization is to uphold the cultural and philanthropic heritage of the motherland that we left behind and promote and sustain friendship and human relations in the adopted motherland. We aim to deliver Maitree's mission by taking everyone together. While we evolve, we shall ever look for friends in this adopted land of ours, to help us all elevate ourselves and help the ones who are not fortunate.

Objectives

(1) To perform religious, social and cultural activities.
(2) To perform philanthropic activities as and when required.
(3) To promote and sustain friendship and human relations in the society.
In carrying out these objectives, the Association shall organize various events and programs, including coordination and supporting other non-profit organizations within the community with similar aims and objectives.

First Year's Durga Puja will take place on October 8 at East Brunswick Middle School.
Impressive local programs plus a well known band from Kolkata, Fakira will be presented.
Mouth watering Food menu has been planned. A large number of exhibitors have reserved their spots.
Registration is ongoing. Early Bird Registration of $49 expires on September 5.
Please register through the link of the poster.
Website: www.Maitreeusa.org

Durga Puja 2022

- **Main Attractions – All Within A Day**
- **New Durga Pratima straight from famed artisan of Kumartuli, Kolkata**
- **Renowned overseas Fakira Band**
- **Equally Wonderful Performances by eminent Local Artists.**
- **Exceptionally 'Bright-n-Beautiful' state-of –the- art convenient Venue and Auditorium invoking Puja Feelings with ample parking.**
- **Art & Creativity Contest**
- **Sindoor Khela**
- **Live Dhak Debi Boron**
- **Dhunachi Naach**
- **Authentic Puja with Deep Devotion**
- **Prasad & Bhog**
- **Delicious Bengali Dinner**
- **Separate Kid's Meal**
- **Multiple other attractive events**

Event	Start Time
Gate Opens & Puja Starts	10:00 AM
Astami Puja	11.30 AM
Young minds' corner-art competition	12:00
Pushpanjali	12.30 PM
Bhog Distribution	1:00 PM
Sandhi Puja	1:15 PM
Dashami Puja	3.30 PM
Baran & Sidur khela	4:00 PM
Dinner	4:00 PM
Shankhadwani Competition	5:00 PM
Fakira Live and other Cultural Program	5:30 PM

MAITREE ASSOCIATION OF AMERICA

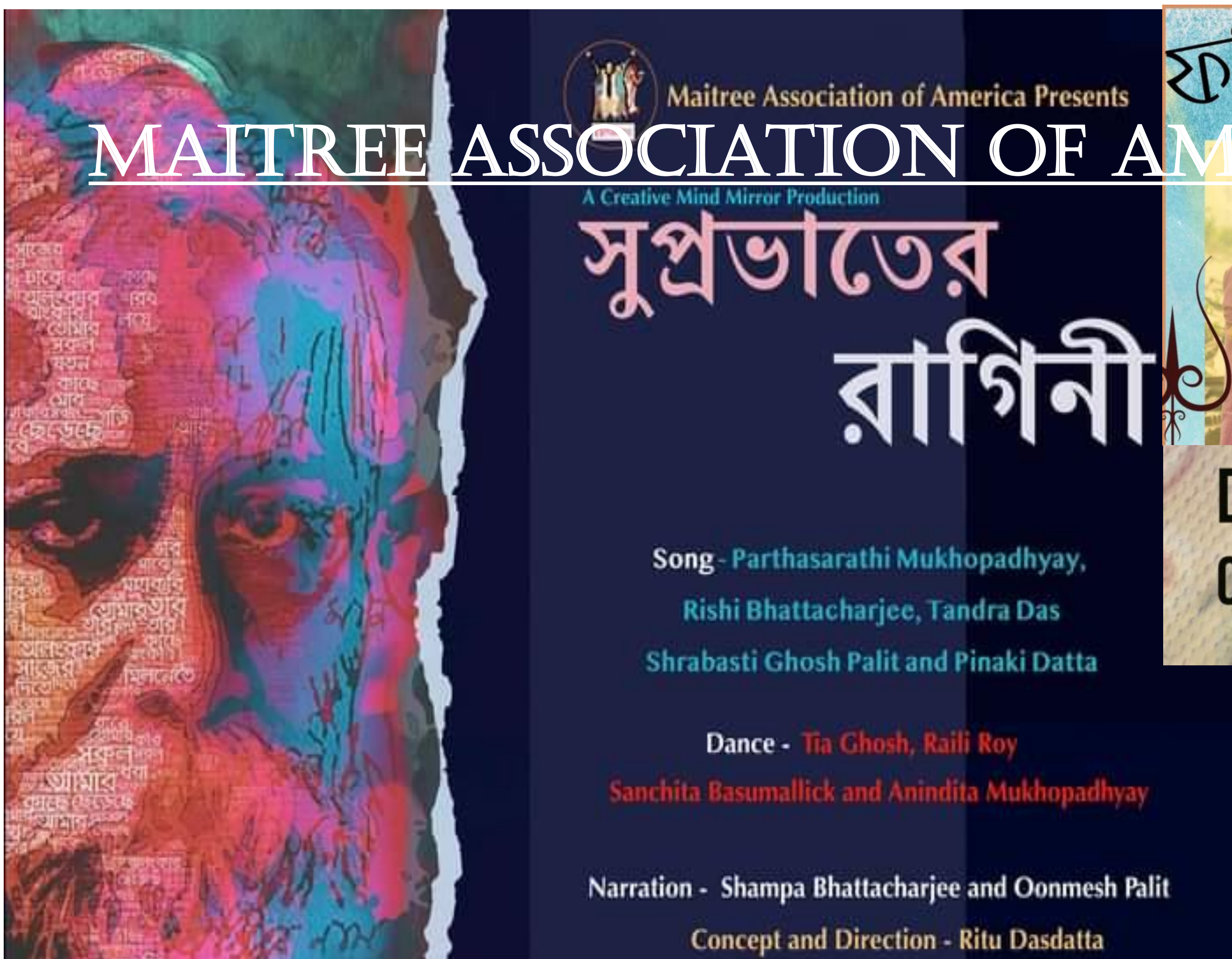

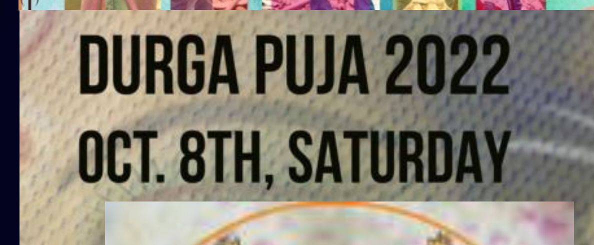

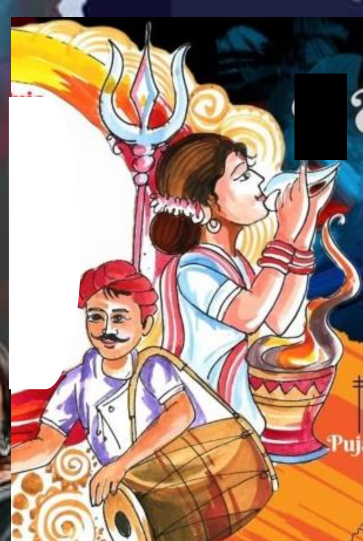

বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের

EXECUTIVE COMMITTEE

President:
Chitta Saha,
chittasaha@hotmail.com
Vice-President:
Tapas Sanyal,
tsanyal@Verizon.net
Dipayan Sarkar,
d_Sarkar@yahoo.com
Debasis Adhikari,
debasisa@gmail.com
Secretary :
Debiprosad Palit
Asstt. Secretary:
Partha S. Chakraborty
Treasurer :
Ranadeb Sarkar
Members
Ajay K. Chakraborty ,
Arpita Gupta
Krish Ghosh,
Meghmala Tarafdar
Sugata Bagchi
Co-opt Members
Sudipta Chattopadhyay
Indrashis Basuroychudhury
Jishu Bal
Anusuya Sen

BOARD OF TRUSTEES
Chairman
Dilip Chakrabarti
dcha42@aol.com
Members
Abhik Dasgupta
Ashok Rakhit
Ashis Sengupta
Kallol Chattopadhyay
Kumar S. Mandal
Milan Awon
Pranab Das
Purna Bhattacharya
Surajit Sengupta

Editors:
Arpita Gupta
Arpitagupta2000@gmail.com
Sudipta Chattopadhyay
Anusua Sen
Dilip Chakrabarti

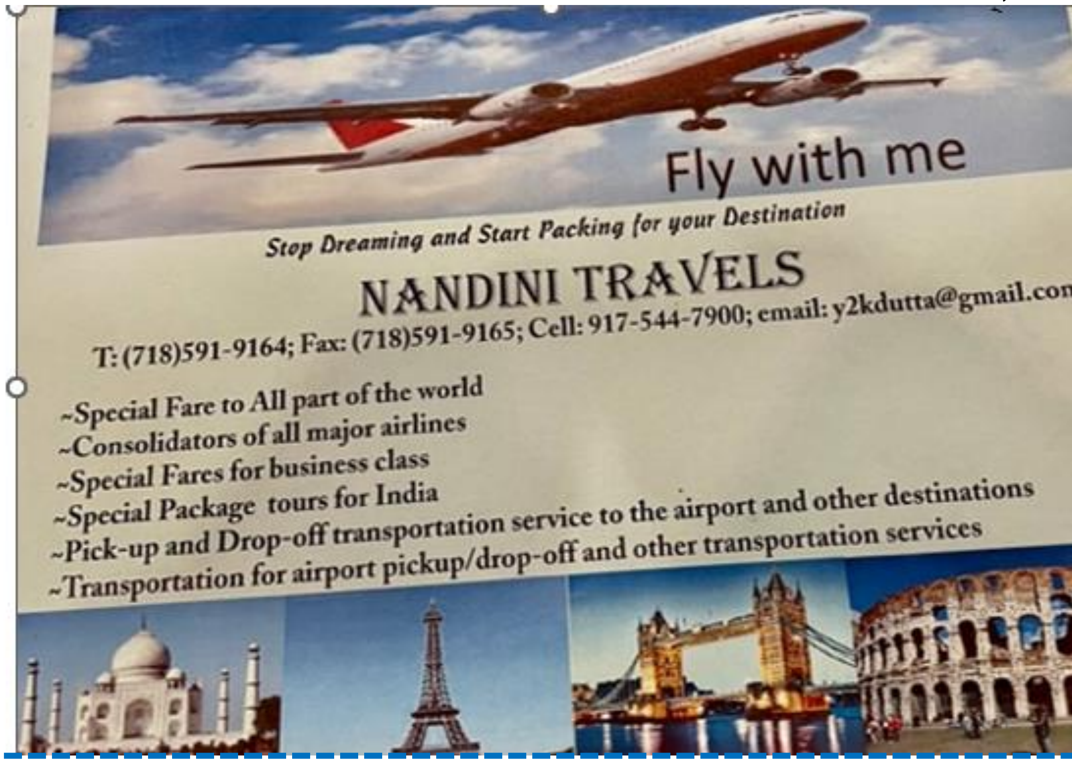

WE ARE GLAD TO SHARE WITH YOU THAT, WE HAVE CUSTOMERS NOW FROM EUROPE, THE MIDDLE EAST, INDIA, SINGAPORE, CANADA, USA, AND ARE SERVING 500+ PROPERTIES IN INDIA (BANGALORE, PUNE, HYDERABAD, MUMBAI, AND OTHERS...) TRY US AND FEEL THE DIFFERENCE!

Website - www.proptechsolutions.in Contact # +91 81096 51510
Email - himanshu@proptechsolutions.in; vinod@proptechsolutions.in

We help NRIs in monetizing their India properties in terms of Resale, Rentals, and stopping degradation by timely maintenance.

LUXURY APARTMENT IN BALLYGUNGE NEAR DESHAPRIYA PARK

BEAUTIFUL BRAND NEW LUXURY APARTMENT AVAILABLE FOR SALE NEAR DESHAPRIYA PARK, BALLYGUNGE, KOLKATA. AREA 2550 SQAURE FEET.
ONE BEDROOM SUITE WITH ATTACHED BATHROOM AND TWO OTHER BEDROOMS WITH ATTACHED BATHROOMS. LARGE LIVING AND DINING WITH ATTACHED FULL BATHROOM, LARGE KITCHEN, POOJA ROOM, ROOM FOR WASHING MACHINE
SOUTH/EAST CORNER WITH ALL FOUR SIDES OPEN. ONE FLAT PER FLOOR.
THE APARTMENT IS ON 2ND FLOOR IN 5 STORIED BUILDING WITH LIFT ALL ROOMS AIRCONDITIONED. ENTIRE FLOOR OF THE FLAT COVERED WITH MARBLE
ALL FOUR BATHROOMS COVERED WITH MARBLE AND GRANITE.
TWO LARGE CAR PARKING SPACE ACCESS TO TERRACE AVAILABLE
PRICE 12000 PER SQ.FT.
CONTACT: BASKAR MENON 732 986 7413

ECDPA NEW YORK SINCE 1970

53

ECDPA®

First In Festivity : Since 1970 : New York

East Coast Durga Puja Association Inc.

A 501 (C) 3 IRS Tax Exempt organization.

92-24 Corona Ave, Elmhurst, NY -11373

516 400 2788

ecdpanewyork@gmail.com

ecdpanewyork.com

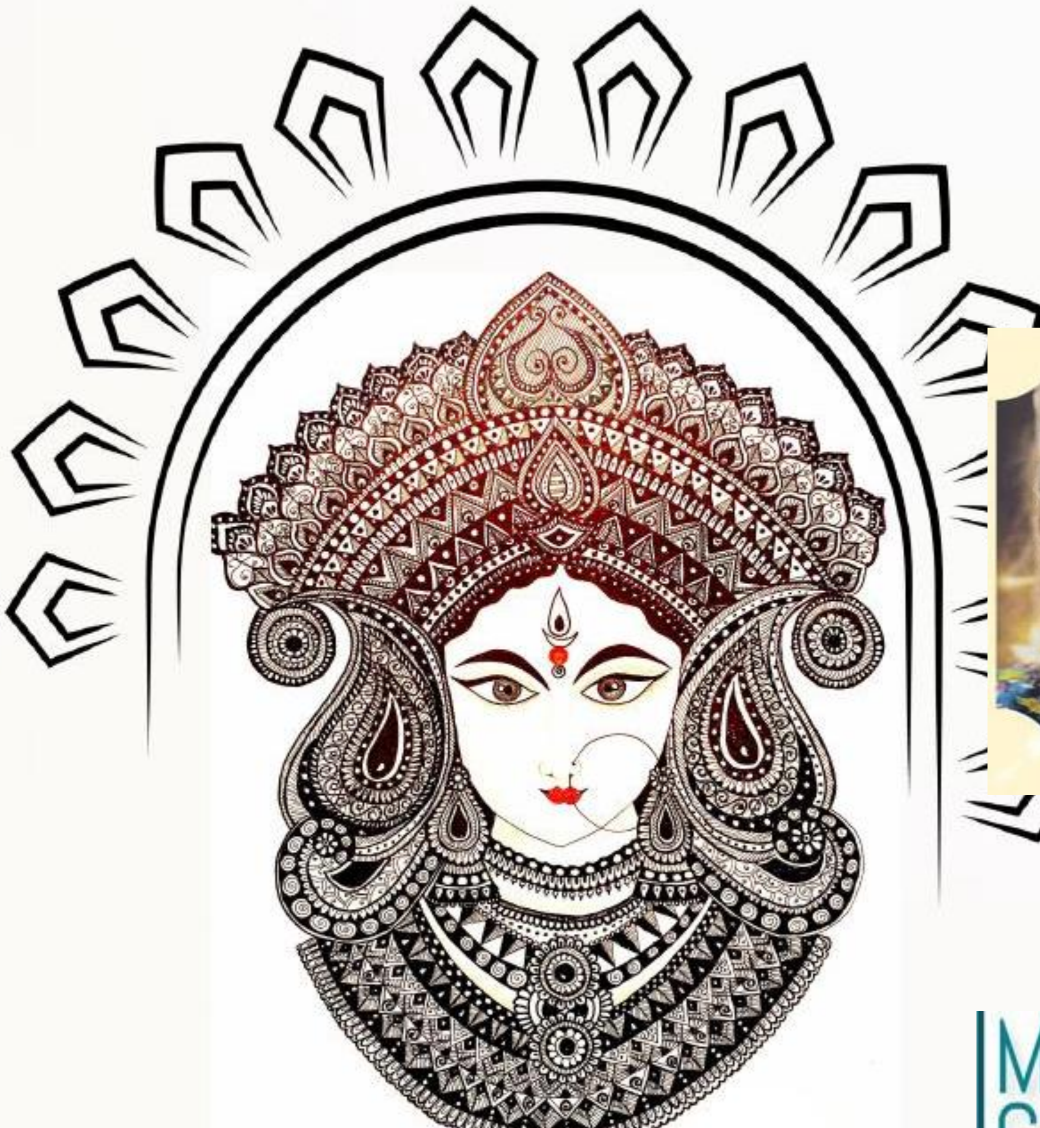

Gujarati Samaj Hall

14, 15, 16 OCT 2022

17315 Horace Harding Expy, Queens, NY 11365

Tal Se .. Taal Mila

Antakshari Night

The Musical Challenge

Saturday 15th OCT, Evening

Saree Sutraa Sunday

A Fashion Contest With a Twist

Sunday 16th OCT, Evening

Three days of puja, festivities, bhog, prasad, anjali, & adda.

Live musical concerts all three days by celebrated performers from India.

Kids talent contest, Fashion show, Antakshari, and other cultural shows.

Indian clothing and jewelry booths. Raffle with attractive prizes.

Delicious dinner for all guests for three days.

Friday Night

Ankita Bhattacharya

Saturday night

Madhura & Gaurab

MADHURA BHATTACHARYA
MESMERIZING PLAYBACK SINGER

GAURAB SARKAR - SAREGAMAPA 1ST RUNNER UP

২০২২ বঙ্গ সম্মেলন ও আত্মসমীক্ষা

দিলীপ চক্রবর্তী , নিউ জার্সি

কোভিড-১৯ এর দৌরাত্মে সারা পৃথিবীর জীবনযাত্রায় এক অনভিপ্রেতপূর্ণ স্থবির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল,যেখানে মাস্ক ছিল শেষ কথা, আর সাধারণ সমাবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমনকি নিকটতম পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় একে অপরের সাথে সময় ব্যপন করা তো দূরের কথা, অনেক সময় স্বল্প দুরত্ব রেখেও দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। তারপর নিষেধের নির্দেশ উঠে গেল দু'হাজার বাইশের শুরুতে, জন সমাবেশের অনুমোদন দেওয়া শুরু হল, আর তারপরই Los Vegas বা Atlantic City মত শহরগুলির নৈশ জীবন শুরু হয়ে গেল, লস ভেগাসের বিভিন্ন ক্যাসিনো প্রাণ ফিরে পেল,শুরু হয়ে গেল জয় পরাজয়ের দ্যূত, দ্যূতপ্রেমী মানুষের জোয়ারে লস ভেগাসের ক্যাসিনোগুলি নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বাঙালির প্রিয় বঙ্গ সম্মেলনও আবার নতুনকরে উজ্জীবিত হল, ঠিক হল ২০২২এর বঙ্গ সম্মেলন হবে লস ভেগাসের প্ল্যানেট হলিউডে। যেমন কথা, তেমন কাজ।

বঙ্গ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ ও শত শত স্বেচ্ছাসেবকদের কঠোর পরিশ্রমে অবশেষে দুবছর প্রতীক্ষার অবসান হল, জুলাইএর ১লা তারিখে প্ল্যানেট হলিউডের "জ্যাপসে" বঙ্গ সম্মেলনের উদ্বোধন হল। কিন্তু প্রথমেই উদ্যোক্তাগণ ও দর্শকরা একটা বড় আকস্মিক সমস্যার সম্মুখীন হলেন হোটেল রেজিস্ট্রেশনের সময়, হঠাৎ হোটেলের কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেল, ফলে হোটেলের ঘর পেতে অনেক দেরী হয়ে গেল, তদোপরি হোটেল লবিতে প্রচুর বসার জায়গা না থাকায় অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, হঠাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, হোটেল কল্পনা করেনি, বঙ্গ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষও এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে, দর্শকগণ নিদারুণ অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তবে অপেক্ষার বিড়ম্বনাকে সহনযোগ্য করতে বঙ্গ সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সময়ে সময়ে পানীয় জল এবং স্ন্যাকস বিতরণ করেছেন। এ হেন পরিস্থিতে সম্মেলন আয়োজকদের আর কিছু করার ছিল না, হ্যাঁ মাঝে মধ্যেই অবশ্য সম্মেলন এবং হোটেলের প্রতিনিধিরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছিল যখন শাকের উপর বোঝার মত একটি প্লেন দেরি করে এল আর এয়ারপোর্ট এক সাথে অনেক দর্শক ও শিল্পীরা হোটেলে পৌঁছে গেল। স্বভাবতঃই পরিস্থিতি প্রায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। ্কিন্তু সত্যি বলতে কি দর্শকদের ধৈর্য এবং সহযোগিতাকে বঙ্গ সম্মেলন কর্তৃপক্ষ গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাসহ অভিনন্দন জানাচ্ছে।
বঙ্গ সম্মেলনের অনুষ্ঠানগুলি ভালই চলছিল, কিন্তু একজন সঙ্গীত শিল্পীর অসহযোগিতার জন্য হলের পর্দা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, কারণ অন্য অনুষ্ঠানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। সম্মেলন কর্তৃপক্ষের উচিত – সকল অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা বুঝিয়ে দেওয়া, আশাকরি তা হলে এধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটবে না।

বঙ্গ সম্মেলনের কাজকর্মের মধ্যে থাকলে দেখা যায়, অনিচ্ছাসত্বেও কিছু কিছু ঘটনার প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায়না, তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সুনীধি চৌহানের অনুপস্থিতি। বঙ্গ সম্মেলনের দুই তিন দিন আগে তিনি জানালেন তাঁর টেকনিসিয়ানদের ভিসা হয় নি, তাই গান গাইতে পারবেন না। এ ঘটনা হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে যে বঙ্গ সম্মেলন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন বিকল্প ভাবারও সময় ছিল না, দর্শকদের জানানোর সময়ও পাওয়া যায়নি, বাধ্য হয়ে সঙ্গীত শিল্পী সেলিমভাইদের আমন্ত্রন জানানো হল। এটা দর্শকদের প্রতারণা করার কোন প্রচেষ্টা নয়, নেহাতই একটি আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া, সুনীধির আমেরিকায় না আসার সিদ্ধান্ত, যার প্রকৃত দায় হচ্ছে ভিসা না পাওয়ার কারণ। শুধু সুনীধির টেকনিসিয়ানদেরই নয় , ভিসা পায়নি আরও পনের ষোলজন ব্যবসায়ী। আসতে পারেননি অনেক দর্শক যারা কোভিডে আক্রান্ত হ'য়েছেন। আর এ রকম আকস্মিক অণুঘটনা অনেক সময় বঙ্গ সম্মেলনের সাফল্য বা বিফলতা নির্ধারণ করে। আগামী দিনের বঙ্গ সম্মেলনে এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য কর্তৃপক্ষ কয়েকটি সাব কমিটি তৈরী করে বঙ্গ সম্মেলনের সাফল্যকে যাতে এক অন্য উচ্চ মাত্রায় উন্নীত করা যায় সে জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা করা হবে। বঙ্গ সম্মেলন সফল হয় দর্শকের আশির্বাদে, আর বঙ্গ সম্মেলন বিফল হয় কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা ও পারদর্শিতার অভাবে। ২০২২এর বঙ্গ সম্মেলনের খামতির দায় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজের কাঁধে নিয়ে সকল দর্শকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আগামী ২০২৩এর বঙ্গ সম্মেলন করার দায়িত্ব নিয়েছিল বস্টনের "প্রবাসী'। কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার জন্য বস্টনের পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু স্বল্প সময়ের কারণে কোন এসোসিয়েসন রাজী হচ্ছিল না, আর এ সময় স্বেচ্ছায় KPC BHOF(BENGALI HALL OF FAME) ২০২৩র বঙ্গ সম্মেলন করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেল। তারফলে আগামী বছরের বঙ্গ সম্মেলন হবে Atlantic Cityর John Whelan Board Walking হলে। তবে এ বিষয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ২০২৫এ কল্লোল ক্লাব Atlantic Cityতেই বঙ্গ সম্মেলন করতে চাইছে, কল্লোলের দাবী – এক বছরের ব্যবধানে একই শহরে বঙ্গ সম্মেলন হলে দর্শকের উপস্থিতি খুব কম হবে, সুতরাং ২০২৩ এর বঙ্গ সম্মেলন অন্য কোন স্থানে করতে হবে। এবং এ ব্যাপারে কল্লোল ক্লাব অত্যন্ত অখুশি। কিন্তু CAB এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে, বরং সি এ বি বিশ্বাস করে কল্লোল যদি এ হলটি এখনই ২০২৫ এর বঙ্গ সম্মেলনের জন্য বুক করে তবে অনেক কম খরচেই হলটি পেতে পারে এবং যেহেতু পুরানো তথ্য দেখলে এটা সম্পূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় যে যাঁরা বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দেন তাদের বেশীরভাগ মানুষই পুনর্দর্শক, কাজেই দর্শক সমাগমের কোন সমস্যাই হবে না,তা ছাড়া আরেকটি ব্যাপারেও CAB অসহায়,একবার কন্ট্রাক্ট সই করে সি এ বি যখন কোন সংস্থাকে বঙ্গ সম্মেলন করার অধিকার দেয়, তারপর সে সংস্থা কোথায় কি ভাবে বঙ্গ সম্মেলন করবে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, CAB ঐ সংস্থার আভ্যন্তরীন কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না বা করবে না। এখন CAB মনে করে এ ব্যাপারে কল্লোল ও KPC BHOF নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ বিতর্কের সমাধান করুক এবং আগামী বঙ্গ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিক।

এবার ২০২২ এর বঙ্গ সম্মেলনের কথায় ফিরে আসি। প্রাথমিকস্তরে নানা রকম প্রতিকুল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্বেও বঙ্গ সম্মেলনের সকল অনুষ্ঠান সমবেত দর্শকদের গভীর আনন্দ প্রদান করেছে এবং সে অর্থে ২০২২র বঙ্গ সম্মেলন আরেকটি সফলতম সম্মেলনের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করল – দর্শককূল একবাক্যে এ মতের সামিল হয়েছেন।

পরিশেষে জানাই ২০২২র বঙ্গ সম্মেলনে খামতির দায় কর্তৃপক্ষ সর্বাঙ্গে গ্রহন করে ক্ষমাপ্রার্থী আর সাফল্যের অমৃত উঠে এসেছে আপনাদের সকলের বঙ্গ সম্মেলনের প্রতি গভীর ভালবাসার সমুদ্র মন্থনে, তাই এ কৃতিত্বের ভাগীদার একমাত্র আপনারাই।

বঙ্গ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ করজোড়ে প্রার্থনা করছে ২০২৩ এর বঙ্গ সম্মেলন আপনার উপস্থিতিধন্য হয়ে আগের মতই সফল হয়ে উঠুক। আপনাদের সকলের শুভ ও মঙ্গল কামনা করে আশা প্রকাশ করছি আপনার আশীর্বাদে বঙ্গ সম্মেলন স্বমহিমায় আবার উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। শুভেচ্ছান্তে – বঙ্গ সম্মেলন কর্তৃপক্ষ।

Dilip Chakraborti, New Jersey

THE WORLD'S LONGEST-REIGNING MONARCH HAS DIED

the world's longest-serving monarch who as a teen **witnessed the horrors of World War II and as an aged sovereign saw the** agonies of a deadly pandemic and the personal pain of her own family's turmoil, has died. She was 96.

Under a long-standing plan known as "Operation London Bridge," her death ushers in 10 days of national mourning. Her son, Charles, became king upon her death.

With husband Prince Philip by her side, Elizabeth became queen of the United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand upon the death of her father, George VI, on Feb. 6, 1952. Her coronation was June 2, 1953.
On Feb. 6, 2022, Elizabeth became the first British monarch to reign 70 years. In honor of the occasion, the United Kingdom and the Commonwealth held a Platinum Jubilee in June 2022.

The 96-year-old monarch made an appearance with her family on the balcony of Buckingham Palace during the first day of the four-day-long Platinum Jubilee, waving to tens of thousands of people gathered below and watching an aviation display in her honor. But she was unable to attend events later on during the celebrations due to discomfort. Although she was a queen for England and few other countries, but she was the queen of the world for her love and affection for humanity. Maybe a coincidence that a rainbow appeared over Buckingham Palace following her death.
Her son Prince Charles has become king after her death.
N.B. taken from different sources

Thousands gathered outside Buckingham Palace after the death was announced.